ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১
“ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ”
চট্টগ্রাম বন্দর : ডিজিটাল সেবায় অগ্রসর বন্দর

“ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ” ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১ এর এই প্রতিপাদ্য নিয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এই অগ্রগতির গর্বিত অংশীদার চট্টগ্রাম বন্দর। বাংলাদেশের মোট আমদানি-রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পণ্য পরিবহন হয় দেশের প্রধান এই সমুদ্র বন্দর দিয়ে। দেশের বাণিজ্যের স্বর্ণদ্বার খ্যাত এই বন্দর দীর্ঘদিন পর্যন্ত সমুদ্র পরিবহন সচল রাখার গুরু দায়িত্ব একাই পালন করছে। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল কার্যক্রম ছাড়া সমাজ তথা দেশের উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব নয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা ও তারই সুযোগ্য কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ১০০% অটোমেশনের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। সর্বমোট ৫০টি মডিউল নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরকে ১০০% ডিজিটাল করার কাজ চলছে। ইতোমধ্যে বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারী,সি এন্ড এজেন্ট, আমদানীকারক ও রপ্তানিকারকসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা ডিজিটাইলাইজেশনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার,ডিজিটাল গেট ফি, ভিটিএমএস,সিটিএমএস, ডিজিটাল এক্সেস কন্ট্রোল, ডিজিটাল পেমেন্ট , অনলাইন ভেসেল বিলিং সিস্টেম,অনলাইন শিপিং এজেন্ট বিলিং সিস্টেম, অনলাইন বার্থিং সিস্টেম, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম (পিএমআইএস),হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (এইচএমএস),ডিফারেন্সিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (ডিজিপিএস),ট্রেনিং সিম্যুলেটর, ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিং সিস্টেম, অনলাইন রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম, ক্রু এন্ড ভেসেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফিক্সড এসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, জিসিবি, পানগাঁও ও ঢাকা আইসিডির কর্মকান্ডের কম্পিউটারাইজেশন,লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সহ বিভিন্ন ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে আধুনিকায়ন এবং দ্রুত ও সহজে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দ্রুত গতিতে কর্মকান্ড চলমান আছে। এরই অংশ হিসেবে বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়োগ প্রার্থীরা ঘরে বসে বিভিন্ন পদে নিয়োগের আবেদন করছেন এবং পরীক্ষার আগে অনলাইন থেকেই তাদের পরীক্ষার প্রবেশ পত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন। ই-জিপির মাধ্যমে বন্দরের ঠিকাদাররা তাদের টেন্ডার জমা দিচ্ছেন ও বন্দরের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছেন। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বন্দর ব্যবহারকারীরা একই জায়গায়

সকল সেবা পাচ্ছেন ও সকল সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। অন্যান্য সার্ভিসগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ অটোমেশন চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও গতিশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

১ ডিসেম্বর থেকে স্বয়ংক্রিয় ডেলিভারি পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বন্দর বিশেষ প্রতিনিধি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্যছাড়ে অনলাইন ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) পদ্ধতি চালু করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ; অর্থ্যাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেলিভারি পদ্ধতি চালু হচ্ছে। ১ ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ছয়টি শিপিং লাইন এই পদ্ধতিতে কাজ করছে, সফলতা শেষে পরবর্তীতে সব শিপিং লাইনের জন্য এই পদ্ধতি বাধ্যতামুলক করা হবে।

এতদিন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতি অর্থ্যাৎ ডকুমেন্ট নিয়ে সরাসরি গিয়ে আবেদন এবং অনুমতি নিতে হতো। এতে প্রচুর সময়ক্ষেপন হতো, ভোগান্তি হতো। বিশেষ করে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন কিংবা অফিস সময়ের পর এই ডেলিভারি অর্ডার নিতে বড় জটিলতায় পড়তে হতো। নতুন এই পদ্ধতি চালু হলে সেই পুরনো পদ্ধতির অবসান হবে। ভুয়া স্বাক্ষর দিয়ে, কাগজপত্র জাল করে বন্দর থেকে পণ্য ছাড় নেয়া বন্ধ হবে; একইসাথে পণ্যছাড়ের অনুমতি পেতে সময়ও সাশ্রয় হবেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবাসমূহ নিম্নরূপঃ

১। **অনলাইন ভেসেল বিলিং সিস্টেমঃ**

- ভেসেল বিল আদায় সহজীকরণ হয়েছে।
- ভেসেল বিলিং এর তথ্য দেশে বিদেশে অনলাইনে প্রদান করা যাচ্ছে।
- অনলাইন বিল সম্পর্কে আপত্তি দ্রুত নিস্পত্তি করা যাচ্ছে।
- ভেসেল বিল আদায়ে সময় সংক্ষেপণ হয়েছে।
- বিল আদায়ে জটিলতা হ্রাস হয়েছে।
- চবকের রাজস্ব দ্রুততার সাথে আদায় করা যাচ্ছে।

২। **অনলাইন শিপিং এজেন্ট বিলিং সিস্টেমঃ**

- কন্টেইনার বিলিং সহজীকরণ হয়েছে।
- কন্টেইনার বিলিং এর তথ্য শিপিং এজেন্টদের অনলাইনে প্রদান করা যাচ্ছে।
- বিল সম্পর্কে যে কোনও আপত্তি উত্থাপন ও নিস্পত্তি করা যাচ্ছে।
- বিল আদায়ে সময় সংক্ষেপণ হয়েছে ।
- চবকের রাজস্ব দ্রুততার সাথে আদায় করা যাচ্ছে।

৩। **অনলাইন বার্থিং সিস্টেমঃ**

- বার্থিং প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ হয়েছে।
- বহির্নোঙরে জাহাজ আসার পর বন্দর সহজেই জানতে পারছে।
- কখন, কোন বার্থে জাহাজটি ভিড়বে তা নির্ধারণ করা যাচ্ছে।
- বন্দরের পাইলট জাহাজে উঠার সময় নির্ধারণ করা যাচ্ছে।
- গতানুগতিক বার্থিং মিটিং এর সময় সংক্ষেপণ।
- পরের দিনের বার্থিং শিডিউলের পূর্ব পরিকল্পনা করা যাচ্ছে ।

৪। **ভেহিক্যাল কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VCMS)**

- জেটি এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে।
- Vehicle এর অটো শিডিউলিং করা যাচ্ছে।
- পেমেন্ট গেইটওয়ের মাধ্যমে বিল কালেকশন করা যাচ্ছে।
- Keep Down তথ্য অনলাইনে C&F এজেন্টদের SMS এর মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে।

৫। **হাউজ এলোটমেন্ট সিস্টেম**

- অনলাইনে বাসা বরাদ্দের আবেদন করা যাবে।
- বাসা বরাদ্দের প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে ।
- বাসা বরাদ্দে সময় কম লাগছে ।
- বরাদ্দের ব্যাপারে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বন্দর প্রশাসনের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬। **ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার**

- সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে বন্দরকে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- বিবিধ তথ্য, নথি এবং অর্থের দ্রুত আদান-প্রদান করা যাচ্ছে ।
- অনলাইনে কাস্টমস্ এর বকেয়ার তথ্য জানা যায়।
- কন্টেইনার/ জাহাজ এর যাবতীয় বিলসহ অন্যান্য বিল পরিশোধ করা যায়।
- পোর্ট ট্রেড অটোমেশন সিষ্টেম এর Single Electronic Window ব্যবহারের মাধ্যমে এই সেবাসমূহ নিশ্চিত হচ্ছে ।
- কাস্টমস এর Asycuda System এর সাথে Connectivity প্রতিষ্ঠা হয়েছে ।
- কাস্টমস কর্তৃক পণ্য ছাড় এর তথ্য অনলাইনে প্রদান সম্পন্ন হচ্ছে।
- অনলাইনে চবকের রাজস্ব (পণ্য) আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে।
- কন্টেইনার এর যাবতীয় তথ্য বাংলাদেশের যেকোন প্রান্ত থেকে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ হয়েছে।

৭। **কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিটিএমএস)**

- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কন্টেইনার অপারেশন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
- এ পদ্ধতিতে বন্দরে আগত ও নির্গত কন্টেইনার পরিকল্পিতভাবে জাহাজ থেকে লোড/আনলোড, ইয়ার্ডে স্থানান্তর, স্ট্যাকিং, ট্র্যাকিং, ডেলিভারি গেট কন্ট্রোল ও অনলাইন বিলিং সম্পাদনের মাধ্যমে পরিচালনা করা যাচ্ছে।
- বন্দরে জাহাজ আগমণ-নির্গমণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্থিং-এর সময়সূচী এবং বার্থ বরাদ্দ নির্ধারণ করা যাচ্ছে;
- আমদানির ক্ষেত্রে জাহাজের Profile Storage Plan এবং শুল্ক বিভাগ হতে IGM ইত্যাদি EDI এর মাধ্যমে চবক-এ প্রেরণ করা যাচ্ছে।
- রপ্তানির ক্ষেত্রে Excel/EDI এর মাধ্যমে Pre Advice Online এ গ্রহণ করে CTMS এ প্রক্রিয়াকরণ হয়েছে।
- কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ইক্যুইপমেন্ট অপারেটর, ইয়ার্ড সুপাভাইজর ও জাহাজের হ্যাচ ক্লার্ক, ভেহিক্যাল, মাউন্ট টার্মিনাল (BMT) ও হ্যান্ড হেল্ড টার্মিনাল (HST) এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম সম্পাদন করা যাচ্ছে।
- কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সমূহের অনেক অপচয় ঘণ্টা কমে গিয়ে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে।
- জাহাজের গড় অবস্থানকাল (Turn Around Time) কমে Berth Productivity/ Berth Occupancy সর্বোত্তম মাত্রায়, ফলে আমদানিকারকদের জাহাজ অবস্থান ব্যয় হ্রাস ও আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে।

৮। **গ্রিভ্যান্স রিড্রেস সিস্টেম**

- প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা আরও স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে বন্দরের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে গ্রিভেন্স রিড্রেস সিষ্টেম।

৯। **ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম (ভিটিএমআইএস)**

- VTMIS System এ সন্নিবেশিত হয়েছে ০৪টি শক্তিশালী রাডার, ০৮টি INFRARED DAY-NIGHT CAMERA, AIS, VHF ইত্যাদি।
- কর্ণফুলী নদী শাহ্ আমানত ব্রীজ থেকে সমুদ্রের দিকে ২০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত এলাকা এ প্রযুক্তির আওতাভুক্ত হয়েছে।
- এর কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের নৌ চলাচল পরিচালনা আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে।
- জাহাজ পরিচালনায় নিয়োজিত পাইলটদের নিরাপদ নেভিগেশন বিষয়ে উপদেশ এবং পরামর্শ প্রদান সম্ভব হচ্ছে।
- সর্বোপরি পাইরেসি নিয়ন্ত্রণে আরও নির্ভরযোগ্য এবং তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহন সম্ভবপর হয়েছে।

১০। **পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম (পিএমআইএস)**

- চট্টগ্রাম বন্দর সংশ্লিষ্ট জনশক্তির সকল ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক তথ্য-উপাত্ত জমা রাখা ও সেগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা যাচ্ছে।
- বন্দর কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাসিক বেতন এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন Provident fund (G.P.F/C.P.F), House Building Lone (HBL) ডাটাবেজে সংরক্ষণ হচ্ছে।

১১। **হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (এইচএমএস)**

- চবক হাসপাতালে দৈনন্দিন কার্যক্রম ডাটাবেজভুক্ত করায় আউটডোর বা ইনডোর চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা, প্রতিদিন হাসপাতাল থেকে রোগীদের দেয়া ঔষধ এর পরিমাণ সহ বিস্তারিত তথ্যাদি জানা সম্ভব হচ্ছে।
- চিকিৎসা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত থাকায় এবং রোগীর পূর্বকার রেকর্ড দেখে চিকিৎসা দেওয়ার ফলে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার উন্নতি হচ্ছে।

১২। **ডিফারেন্সিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (ডিজিপিএস)**

- সার্ভে কাজে নিখুঁত তথ্যের জন্য ২০০২ সাল হতে হাইড্রোগ্রাফী বিভাগে ডিজিপিএস সংযোজন।
- সকল আবহাওয়ায় সার্ভেযোগ্য এবং ২৪ ঘন্টা অপারেশন যোগ্য।
- ওয়াইড রেঞ্জে ব্যবহারযোগ্য।
- আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে সকল হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভের কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদন।
- জরিপ চার্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ ।

১৩। **জিসিবি, পানগাঁও ও ঢাকা আইসিডির কর্মকান্ডের কম্পিউটারাইজেশন**

- পানগাঁও আইসিটির কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা ১.৮৯ লক্ষ M/T ।
- এই টার্মিনালে কম্পিউটারাইজ ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- পণ্য খালাসের জন্য কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে অনলাইনে তথ্য আদান প্রদান হচ্ছে।
- ঢাকা আইসিডি ও চট্টগ্রামের জিসিবিতেও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম চালু হয়েছে ।

১৪। **ট্রেনিং সিম্যুলেটর**

- কন্টেইনার হ্যান্ডলিং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর ইক্যুইপমেন্ট সিমুলেটর স্থাপন হয়েছে।
- এটি শক্তিশালী কম্পিউটার চালিত ট্রেনিং সুবিধা চালু হয়েছে।

- এর মাধ্যমে Ship to Shore Gantry Crane এর উপর পরিচালনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে...
- বাস্তবে ইক্যুইপমেন্টের তুলনায় ৭৫% কম খরচ।
- কম সময়ে দক্ষ জনশক্তি গড়তে সিমুলেটরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৫। **চবক অটোমেশন সার্ভিস**

- চবক এর সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে অটোমেশন সার্ভিস চালুর প্রক্রিয়া চলমান।

১৬। **ফাইনান্সিয়াল একাউন্টিং সিস্টেম**

- চবক এর সকল প্রকার বিলিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করা যাবে ।

১৭। **অনলাইন রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম**

- চবক এর সকল শ্রেণীর পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করা যাচ্ছে।

১৮। **লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম**

- বন্দর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল প্রকার ছুটির আবেদন ও মঞ্জুর প্রক্রিয়া সহজভাবে সম্পাদন করা যাবে।

১৯। **বাজেট মনিটরিং সিস্টেম**

- চবক এর সকল প্রকার ব্যয়ের খাতওয়ারী বার্ষিক বরাদ্দ সাপেক্ষে আর্থিক অনুমোদন ও ব্যবস্থাপনা করা যাবে।

২০। **ক্রু এন্ড ভেসেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম**

- চবক এর অভ্যন্তরীণ জাহাজ সমূহ এবং জাহাজে কর্মরত সকল স্টাফগণের ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ।

২১। **ফিক্সড এসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম**

- চবক এর সকল প্রকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণী ও হিসাব সংরক্ষণ করা যাবে।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে তারই সুযোগ্য কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘ভিশন ২০২১’, ‘ভিশন ২০৪১’ এবং শতবর্ষ মেয়াদি ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ গ্রহণ করেছেন। জাতিসংঘ ঘোষিত ‘টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০’ অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা এসব মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দেশের জনগণ ইতোমধ্যে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল পেতে শুরু করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন দৃশ্যমান। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগাপ্রকল্প। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ। উন্নয়নের এই

অগ্রযাত্রায় শামিল হতে পেরে চট্টগ্রাম বন্দর গর্বিত। উন্নত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মানের এই যাত্রায় সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর নিরলসভাবে ২৪/৭ কাজ করে যাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করি।